৩/৬/২০০১

ভোরের কাগজ

আবুল কালাম আজাদ ও জনৈক উপপরিচালকের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং থেকে জারিকৃত নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক।

উক্ত উপপরিচালক সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক বা কোনো সরকারি কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বহিরাগত স্বঘোষিত সভাপতি আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক আয়োজিত গত ২৩ মে পল্টন ময়দানে আয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীর মহাসমাবেশের পক্ষে কাজ করেছেন।

নগরীর একটি হোটেলে গতকাল বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়ে উক্ত বহিরাগত আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্ব যে বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ এ মর্মে দেওয়া বিভাগীয় আদেশ বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়।

১৯৯৮ সালের ২৪ আগস্ট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত নির্দেশে বলা হয়, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯-এর ২৯-(ক) বিধি অনুসারে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারি কর্মচারী বিধায় তাদের সংগঠন বা সমিতিতে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নয় এমন কোনো বহিরাগত ব্যক্তি সমিতির সদস্য বা কর্মকর্তা হতে পারবেন না বা সরকারি কর্মচারী হিসেবে কোনো সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক বহিরাগত ব্যক্তির সঙ্গে সংগঠন বা সমিতিতে সম্পৃক্ত হতে পারবেন না।

১৯৯৭ সালের ২১ জানুয়ারি আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং থেকে আরো বলা হয়, যে সকল সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক উক্ত বিধিমালার না মেনে সমিতি পরিচালনা করছেন তাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আচরণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি বিধি -৩২ অবহিতপূর্বক উক্তরূপ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

কিন্তু উক্ত উপপরিচালক গত মাসের ২৩ মে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক বা কোনো সরকারি কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও এবং আদালত কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বহিরাগত স্বঘোষিত সভাপতি আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক আয়োজিত পল্টন ময়দানের শিক্ষক-কর্মচারীর মহাসমাবেশের পক্ষে কাজ করেছেন।

উক্ত উপপরিচালক মোঃ সালে উদ্দিন সেলিম (সদস্য-সচিব ও মহাসচিব) বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের কাছে ২২ মে লেখা এক পত্রে মহাসমাবেশে আগত শিক্ষিকা ও মহিলা কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে নগরীর কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবহারের অনুমতি দেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আবুল কালাম আজাদ কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক না হয়েও অবৈধভাবে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নামে সংগঠন পরিচালনা করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ডিজি প্রাইমারি শিক্ষা কর্তৃক গত '৯৮ সালের ২৪ আগস্ট তারিখের পত্রে দেশের সকল বিভাগীয় উপপরিচালক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের আইন মন্ত্রণালয়ের পত্রের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হলেও কতিপয় অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তা অবহিত করেননি। উক্ত নির্দেশটির যথাযথ কার্যকারিতার অভাবে বা আদেশ বাস্তবায়নে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শিথিলতার কারণে কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকা বহিরাগত ব্যক্তির সঙ্গে বেআইনি সংগঠনে সম্পৃক্ত আছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অবিলম্বে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারি কর্মচারী বিধায়, তাদের সংগঠন বা সমিতিতে বহিরাগত ব্যক্তির সম্পৃক্ততা, বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত নির্দেশ বাস্তবায়ন করে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্ট বিভেদ দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আঃ আউয়াল তালুকদার।